কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

জুনিয়রকে মারধরের অভিযোগ, ছাত্রলীগ নেতাকে হল ছাড়ার নির্দেশ

কুবি সংবাদদাতা

ফাইল ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) জুনিয়রকে মারধরের অভিযোগে এক সিনিয়র শিক্ষার্থীকে হল ছাড়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি আইন বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী নেওয়াজ শরিফ ফাহিম। তিনি আইন অনুষদ শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি।

শুক্রবার (২৪ মার্চ) দিনগত মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট মোকাদ্দেস-উল ইসলাম ও সহকারী

প্রক্টর অমিত দত্ত প্রাথমিকভাবে বসে এ সিদ্ধান্ত নেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী মীরহাম রেজা শুক্রবার দুপুরে ক্যান্টিন বয়কে হলের অভ্যন্তরে উচ্চস্বরে ডাকায় আইন অনুষদ শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নেওয়াজ শরিফ ফাহিম (২০১৬-১৭ সেশন) তাকে ধমকের সুরে শাসান। পরবর্তিতে তাদের দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হলে মীরহামের বিভাগের (প্রত্নতত্ত্ব) সিনিয়র ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ (১৮-১৯ সেশন) তার জুনিয়রকে কেন ধমক দেওয়া হয়েছে তা জানতে চান। যা নিয়ে দুই দফা ফাহিমের সাথে সেলিমের বাগবিতণ্ডা হয়। ঘটনার এক পর্যায়ে ফাহিম হলগেটে প্রথমে সেলিমকে মারধর করেন পরবর্তিতে সেলিমও ফাহিমের গায়ে হাত তোলেন।

এ বিষয়ে প্রথমে বাগবিতণ্ডায় জড়ানো শিক্ষার্থী মীরহাম রেজা বলেন, ক্যান্টিনে কিছু টাকা বাকি থাকায় ক্যান্টিন বয়কে ডাকছিলাম। তখন উনি (ফাহিম) আমাকে বলেন, তুই আমারে চিনস? তুই এমনে কথা বলস কেনো? আর একটা কথা বললে তোর হাত-পা কেটে ফেলবো। ওনাকে আমি চিনতাম না, ওনাকে সালাম না দেওয়ায় এমন আচরণ করেছেন আমার সাথে।

মীরহামের বিভাগের সিনিয়র সেলিম আহমেদ বলেন, বিভাগের জুনিয়রকে ধমকানো হয়েছে জানতে পেরে আমি তার (ফাহিম) কাছে বিষয়টি কী হয়েছে জানতে চাই। কিন্তু উনি আমাকে কথাবার্তার এক পর্যায়ে পাঞ্জাবি ধরে হলগেটে মারধর করেন।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ফাহিম বলেন, হলের সিনিয়র হওয়ায় আমি তাকে (মীরহাম) সতর্ক করার জন্য প্রভোস্টের রুমের সামনে উচ্চস্বরে কথা না বলতে নিষেধ করি। কিন্তু সে আমার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার পাশাপাশি তার বন্ধুদের নিয়ে আসে আমাকে মারার জন্য। সেলিম আমাকে একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে আমার ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। যেটা নিয়ে সে একপর্যায়ে আমার দিকে তেড়ে আসলে আমি তাকে আঘাত করি। পরবর্তিতে সেও আমাকে পাল্টা আঘাত করে।

হল ছাড়ার নির্দেশনার বিষয়ে ফাহিম বলেন, জুনিয়রকে মারধর করাটা আমার ঠিক হয়নি। তাই স্যাররা হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এটা যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমার আক্ষেপ থাকবে।

সার্বিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম বলেন, আমরা প্রাথমিক সিদ্ধান্তনুযায়ী ফাহিমকে (প্রথমে মারধরকারী) এ মাসের মধ্যে হল ছেড়ে দেওয়ার

নির্দেশনা দিয়েছি। পরবর্তিতে হলবডির সবাইকে নিয়ে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবো।